8 MAY 2012

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...2......

প্রথম আলো

এত ভালো ফল কখনো হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

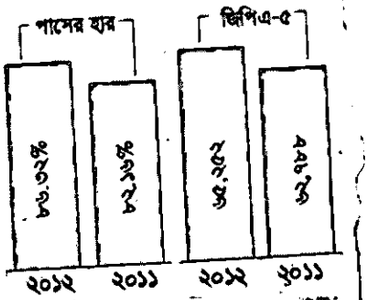

আবারও মাইলফলক। এবারও পাসের হার, জিপিএ-৫ দুই-ই বেড়েছে। শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে; কমেছে শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। পরীক্ষার্থী বেশি হওয়ায় উত্তীর্ণের সংখ্যাও বেশি। সব সূচকেই ইতিবাচক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এবারের মাধ্যমিক (এসএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে।

গতকাল সোমবার প্রকাশিত আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষায় গড় উত্তীর্ণের হার ৮৬ দশমিক ৩২ শতাংশ, যা গতবারের চেয়ে ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ বেশি। গতবার পাসের হার ছিল ৮২ দশমিক ১৬ শতাংশ।

গতবারের চেয়ে এবার সেরা মেধাবীর সংখ্যা অর্থাৎ জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে দুই হাজার ৪৬৪ জন। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৫ হাজার ২৫২ জন। গত বছর পেয়েছিল ৬২ হাজার ৭৮৮ জন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এসএসসিতে এ রকম ভালো ফল অতীতে আর হয়নি। দুপুরের পর থেকে সারা দেশে শিক্ষার্থীরা ফেটে পড়ে আনন্দোল্লাসে। তাদের সঙ্গে যোগ দেন অভিভাবক ও স্বজনেরা। মিষ্টি ও ফুলের দোকানগুলোতেও ভিড় ছিল অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি। তবে এত ভালোর মধ্যেও প্রত্যাশিত ফল না হওয়ায় কারও কারও মন খারাপ হয়েছে।

এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর দিনে ঢাকা বোর্ডের কিছু কেন্দ্রে ভুল করে নতুন ও পুরোনো সিলেবাসের প্রশ্নপত্র অদলবদল করে পরীক্ষা নেওয়ার পর আশঙ্কা করা হয়েছিল, ফলাফলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, কিন্তু তা হয়নি। সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ না থাকলেও অনেকে বলছেন, উদারভাবে খাতা দেখায় ফল ভালো হয়েছে।

গতকাল দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও কারিগরি বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফলাফলও ঘোষণা করা হয়। আটটি সাধারণ বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে ১০টি বোর্ডে গড় উত্তীর্ণের হার ৮৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ। গতবার এই হার ছিল ৮২ দশমিক ৩১ শতাংশ। এবার এই হার ৪ দশমিক ০৬ শতাংশ বেড়েছে। ১০টি বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২ হাজার ২১২ জন। গতবার পেয়েছিল ৭৬ হাজার ৭৪৯ জন।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল

● ঢাকা বোর্ডের সেরা ২০ বিদ্যালয় : পৃষ্ঠা-৭
● টানা তিনবার প্রথম রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল : পৃষ্ঠা-২০
● ক্যাডেট কলেজ : ৬১৫ জনের মধ্যে ৬১২ জনই জিপিএ-৫ : পৃষ্ঠা-১৪
● আরও খবর ও ছবি : পৃষ্ঠা-৩, ৪ ও ৫

এত ভালো ফল কখনো হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংবাদ সম্মেলনের আগে সকালে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফলের কপি হস্তান্তর করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও বরিশাল কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানের ফল প্রকাশ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়: এবার সারা দেশের তিন হাজার ৩৭৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে সব শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। গতবার এই সংখ্যা ছিল দুই হাজার ১৭। বিপরীতে ১৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো শিক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হয়নি। গতবার শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠান ছিল ২৮টি। এসএসসির ফলে গতবারের মতো এবারও ঢাকা বোর্ডে সবার শীর্ষে অবস্থান করছে রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ওয়েবসাইট ও মুঠোফোনে খুদেবার্তা পাঠিয়েও ফল জানা গেছে। কয়েক বছর ধরেই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল প্রকাশ করায় এখন এর জনপ্রিয়তাও বাড়ছে। এবার দেখা গেছে, অনেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না গিয়ে ঘরে বসেই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল জেনে নিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসিতে মোট ১০ লাখ ৪৮ হাজার ১৪৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে নয় লাখ চার হাজার ৭৫৬ জন। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুই লাখ ১৮ হাজার ৪৪৪ জন বিজ্ঞানের, তিন লাখ ৬৫ হাজার ৯৭৬ জন মানবিকের এবং তিন লাখ ২০ হাজার ৩৩৬ জন ব্যবসায় শিক্ষার ছাত্রছাত্রী। বিজ্ঞানে পাসের হার ৯৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ, মানবিকে ৮১ দশমিক ২৬ শতাংশ এবং ব্যবসায় শিক্ষায় পাসের হার ৮৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

মোট উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছাত্রসংখ্যা চার লাখ ৫৩ হাজার ১৪৬ জন এবং ছাত্রী চার লাখ ৫১ হাজার ৬১০ জন। ছাত্রদের পাসের হার ৮৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৮৫ দশমিক ২৭।

তাক লাগানো ফল সিলেট বোর্ডে: সমসাময়িক ফলাফলের যে চিত্র দেখা যায়, তাতে সিলেট বোর্ডে পাসের হার সব সময় কম থাকত। কিন্তু এবার পাসের হার সবচেয়ে বেশি হয়েছে এই বোর্ডে, ৯১ দশমিক ৭৮ শতাংশ। এই বোর্ডে ৫৮ হাজার ৩৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৫৩ হাজার ৫৭৯ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৬১১ জন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের বাড়ি সিলেটে হওয়ায় গতকাল ফল প্রকাশের সময় একজন সাংবাদিক এই বোর্ডে এত ভালো ফলের কারণ জানতে চান। এ সময় হাসিমুখে মন্ত্রী বলেন, উদ্যোগ নেওয়ায় ধারাবাহিকভাবে সিলেট বোর্ডের ফল ভালো হচ্ছে। এখানে কারও হাত ছিল না। এ সময় তিনি আগের কয়েক বছরের ফলাফলের কথা উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে পাসের হার সবচেয়ে কম চট্টগ্রাম বোর্ডে, ৭৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

অন্যান্য বোর্ড: ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ। গতবার ছিল ৮৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ। এই বোর্ডে তিন লাখ ২৪ হাজার ৪৯৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে দুই লাখ ৭৮ হাজার ৮৯২ জন। এই বোর্ডে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বাধিক ২৫ হাজার ৬২৯ জন। গতবারও এই বোর্ডে সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছিল।

অন্যান্য বোর্ডের মধ্যে রাজশাহী বোর্ডে ৮৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ, কুমিল্লা বোর্ডে ৮৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ, যশোর বোর্ডে ৮৭ দশমিক ১৬ শতাংশ, বরিশাল বোর্ডে ৮৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ এবং দিনাজপুর বোর্ডে ৮৭ দশমিক ১৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডের অধীন বিদেশের সাতটি কেন্দ্রে মোট ২৬৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৬১ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৪ জন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী: শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়ায় ফল ভালো হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীরা পাস করার জন্যই পড়াশোনা করে, পরীক্ষা দেয়। তারা ফেল করবে কেন? তিনি বলেন, এবারও মান বৃদ্ধির সূচকে ইতিবাচক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্নপত্র নিয়ে যে দ্বিধা-শঙ্কা ছিল, তা দূর হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নোমান উর রশীদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুন নূর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমসহ বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তারা। মাধ্যমিক পরীক্ষা গত ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে শেষ হয় ৪ মার্চ।